# আত্মগঠন
# কর্মীগঠন
# নেতৃত্বদান

# সূচিপত্র


**আত্মগঠন - ৭**

ক. আত্মগঠন কী? - ৮

খ. আত্মগঠন কেন? - ৮

গ. আত্মগঠন কিভাবে? - ৯

১. জ্ঞানার্জন - ৯

২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক - ১০

৩. দাওয়াত ইলাল্লাহ - ১০

৪. আত্মসমালোচনা - ১১

৫. দ্বীনের জন্য ত্যাগ - ১২

৬. মৌলিক মানবীয় গুণ অর্জন - ১৩

৭. ইসলামের পথে আত্ম নিয়োগ - ১৩

**কর্মীগঠন - ১৯**

১. দাওয়াত - ২০

২. কর্মী কারা? - ২২

৩. আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ দান - ২৩

৪. কাজের হিসাব রাখার গুরুত্ব ও পদ্ধতি - ২৫

৫. কর্মীগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ - ২৫

৬. শেষকথা - ৩৪

**নেতৃত্বদান - ৩৬**

১. নেতৃত্বের গুরুত্ব - ৩৭

২. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য - ৩৯

৩. নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম - ৪৩

৪. মানুষের উত্থান-পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল - ৪৫

৫. মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ - ৪৬

৬. ইসলামী নৈতিকতা - ৪৯

৭. নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতির সারকথা - ৫৩

**তথ্যসূত্র - ৫৪**

# আত্মগঠন

আত্ম মানে নিজ। নিজকে গড়াই পৃথিবীতে আমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বলেছেন-

> "তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।" (সূরা আল মূলক : ২)

আল্লাহ আরও বলেন,

> "ইকরা কিতাবাকা কাফা বি-নাফসিকা ইয়াওমা আলাইকা হাসিবা।"
>
> অর্থ : আজকে পাঠ কর তোমার আমলনামা; তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল ১৪)

তারপরেও কি আমরা নিজেকে সচেতন করবো না? প্রকৃত অর্থে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা তাদের মূল জায়গার আবাসস্থল সুন্দর করার জন্য দুনিয়াকে কাজে লাগায়। কারণ, আখেরাতে কে সফল, আর কার আমল বিফলে যাবে তা ব্যক্তির ওপরেই নির্ভর করবে। পৃথিবীতে আমরা কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার বা বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করলাম, এগুলোই কি শুধু সফলতা (?)

সফলতা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন আমার আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী আমি এই কাজগুলোকে পরিচালনা করতে পারবো।

## আত্মগঠন কী?

আত্ম মানে 'নিজ'। ইংরেজিতে যাকে বলে Self, Soul, Spirit. গঠন মানে 'তৈরি করা'। ইংরেজিতে যাকে বলে Make, Form, Figure, Shape, Framing, Molding, Building-up. আত্মগঠন মানে নিজেকে গঠন। নিজেকে গঠন মানে নিজেকে যে উদ্দেশ্যে 'সৃষ্টি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যে যোগ্যতা দরকার, তা তৈরি করা। এক কথায় আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যে ধরনের যোগ্য লোক প্রয়োজন, সে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই আত্মগঠন।

## আত্মগঠন কেন?

- নিজের পরিচয় জানার জন্য।
- নিজের স্রষ্টাকে জানার জন্য।
- নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতির জন্য।
- আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য।
- দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনের জন্য।
- মানবতার জন্য নিজেকে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপনের জন্য।
- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার যোগ্যতা অর্জনের জন্য।
- সর্বোপরি মানবতার কল্যাণের জন্য।

## আত্মগঠন কিভাবে?

### ১. জ্ঞানার্জন :

ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্খা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য প্রয়োজন ইসলামী আদর্শের যথার্থ জ্ঞান। কিছু মৌলিক বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান আন্দোলনের জনশক্তির সকলেরই লাভ করা দরকার।

জ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

> "পাঠ কর তোমার পালনকর্তার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ কর, তোমার পালনকর্তা মহান দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্য শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না" (সূরা আলাক : ১-৫)

জ্ঞান অর্জনের কথা বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাই গাইডলাইন ছাড়া ছেড়ে দেননি। এখানে সেটাই বলা হচ্ছে, সকল জ্ঞান অর্জন করা যাবে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাহলে আমি আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারবো। আর আসলে প্রকৃত জ্ঞানী এরাই।

### জ্ঞান অর্জনের গাইড লাইন হলো—

- দৈনন্দিন জীবনের করণীয় বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানা।
- ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জানা।
- বর্তমান দুনিয়া ও অতীত দুনিয়া সম্পর্কে জানা।
- দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক পলিসি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- নিজের সমমানের লোকদের দ্বীন বুঝাতে কমপক্ষে যতটুকু জ্ঞান দরকার, নূন্যতম সেটুকু অর্জন করা।

- যারা সফল হয়েছে তাদের জীবনী সম্পর্কে জানা।
- সফল মানুষ খোলাফায়ে রাশেদিনের ইতিহাস জানা।
- বর্তমান বিশ্বের সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা।

## ২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক :

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের জন্য কিছু নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়–

- পরিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সাথে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন করা।
- নফল ইবাদতসমূহ নিয়মিতভাবে পালন। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ, নফল রোজা ও দান খয়রাত করা।
- সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণের জন্য মাসনুন দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- মহব্বতের সাথে আল্লাহর রাসূল সা.-এর প্রতি নিয়মিত দরুদ পাঠ করা।
- আত্মীয়তার হক রক্ষা করা।
- প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
- সকল মাখলুকাতের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা।

## ৩. দাওয়াত ইলাল্লাহ :

এজন্য প্রয়োজন-

- নিজ নিজ আহালকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করা।
- নিয়মিত আল্লাহর দেওয়া বিধান নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের কাছে প্রচার করা।
- আল্লাহর বিধানের প্রচারের কাজ করতে গিয়ে নিজেকে 'শাহাদাত আলান নাস' হিসেবে উপস্থাপন করা।

- একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মানুষের টার্গেট মনের মধ্যে গেঁথে ফেলা এবং নিজের যাবতীয় কার্যক্রম তাদেরকে কেন্দ্র করে পরিচালনা করা।
- কথা ও কাজের মিল রাখা।
- মানুষের বিপদ আপদে এগিয়ে আসা।
- সব সময় মানবতার কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা লালন করা।
- আপনি যে আদর্শের দাওয়াত দিচ্ছেন আপনি প্রথমে সে আদর্শের মূর্ত প্রতীক হবেন।

## ৪. আত্মসমালোচনা :

মহান আল্লাহ বলেন, "আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪)

আত্মসমালোচনার জন্য প্রয়োজন-

- একটি সময় নির্ধারণ করা।
- আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে হাজির নাজির মনে করা, যাতে নিজের মনের উপর এমন প্রভাব পড়ে যে, আপনি তা উপলব্ধি করতে পারেন।
- নিজের জন্য গত ২৪ ঘন্টা সময়ের নির্ধারিত পরিকল্পনা কী ছিল তা মনের আয়নায় নিয়ে আসা।
- গত ২৪ ঘন্টার কৃতকর্মের একটি ছবি মনের পর্দায় উপস্থাপন করা এবং কাজগুলো যাচাই বাছাই করা।
- স্বীয় আত্মগঠনের জন্য যা পড়া ও যা করা দরকার ছিল তা করেছি কি না, তা খতিয়ে দেখা।
- স্বীয় সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের যা করার কথা ছিল, তার কতটুকু করতে পারলাম, তা খতিয়ে দেখা।
- পারস্পরিক মোয়ামেলাতে আপত্তিকর কিছু করলাম কি না তা খতিয়ে দেখা।
- পুরো তৎপরতার একটি যোগফল দাঁড় করানো যাতে, সফলতার পাল্লা ভারী, না বিফলতার পাল্লা ভারী তা মূল্যায়ন করা যায়।